ইত্তেফাক

150

তারিখ ৬।৪।৮২
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৬

বাংলাদেশ কপিরাইট আইনঃ ইহার গুরুত্ব ও প্রয়োগ

—মোঃ মনিরউদ্দিন

কপিরাই● আইন সম্পদ আইনেরই একটি শাখা। বর্তমান বিশ্বে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইহার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা অনস্বীকার্য। কপিরাইট আইন মূলতঃ জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ ও ইহার সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ ও বিনিময়ের উদ্দেশ্যে লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী, চলচ্চিত্র নির্মাতা, রেকর্ড-প্রণেতা, সংগীত ইত্যাদির রচয়িতাদের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রণীত। সব দেশেই ইহা অশরীরী সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত।

কপিরাইট আইনে 'ওয়ার্কস' বা কর্ম কথাটির একটি বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে। কোন বই, কিংবা কোন পুস্তক পুস্তিকা শিল্পীর শিল্পকর্ম, যেমন, ছবি, ভাস্কর্যশিল্প ড্রয়িং ইত্যাদি, চলচ্চিত্র ও কোন ব্রডকাষ্টিং ইত্যাদিকে সাধারণতঃ 'ওয়ার্কস' বা কর্ম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। একই কর্ম এক বা একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তৈরী হইতে পারে। ইহা ছাড়া এই আইনে 'অথর' বা রচয়িতা শব্দের বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে। কোন সাহিত্য, নাটক, মিউজিক কিংবা শিল্পকর্মের রচয়িতা কিংবা কোন চলচ্চিত্র কিংবা রেকর্ড নির্মাতা ইত্যাদির প্রত্যেকই সাধারণতঃ 'অথর' বা রচয়িতা বলিয়া কপিরাইট আইনে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। কপিরাইট আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল, বেআইনীভাবে কপিরাইট লংঘনের ক্ষেত্রে ইহার আইনতঃ মালিক বা রচয়িতাদের স্বার্থরক্ষা করা।

বিনা অনুমতিতে বা আইনের মাধ্যম ব্যতীত লংঘনকে 'ইনফ্রিঞ্জমেণ্ট' বা বেআইনী লংঘন বলে। যদি কোন কর্মের বা ওয়ার্কসের মালিক ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহার বিনা অনুমতিতে কিংবা আইনের মাধ্যম ব্যতীত কপিরাইট পুনঃ প্রকাশ, পুনঃ মুদ্রণ, ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রদর্শন বা অন্য কোন উপায়ে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে কোন কিছু করে, তখনই বেআইনীভাবে কপিরাইট লংঘিত হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়! সুতরাং কপিরাইট আইন কোন মৌলিক কর্মের, যাহা ঐ ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চিন্তাধারা, পরিশ্রম, প্রতিভা ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত, তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। তবে যদি কোন রচয়িতার কর্ম অন্য কোন রচয়িতার কর্মের সাথে হুবহু মিল হইয়া যায় এবং যদি ইহা কেহ, কাহারও নকল করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ না পাওয়া যায়, তবে বেআইনীভাবে লংঘিত হইয়াছে বলিয়া ধরা হয় না। কপিরাইট আইন গবেষকদেরকে অনেকক্ষেত্রে উৎসাহদান এবং তাঁহাদের কর্মের মালিকানা রক্ষার্থেও বিশেষভাবে সহায়ক।

অপরের বিদ্যা চুরি করিয়া নিজের নামে বা স্বার্থে ব্যবহার করা নৈতিকতার পরিপন্থী বলিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে আদিকাল থেকেই উহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ছাপার অক্ষর আবিষ্কারের পর থেকেই মানবজাতি বইয়ের কপিরাইট নিবন্ধনের গুরুত্ব অনুভব করিয়া আসিতেছিল। প্রথমে ইহা বইয়ের উপরে এবং ক্রমে ক্রমে বই ছাড়া অন্যান্য কর্মক্ষেত্রেও ইহার প্রয়োগ হইতে থাকে। বর্তমানে ইহা একটি ব্যাপক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে পরিণত হইয়াছে।

কপিরাইট আইন বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে বলবৎ থাকিলেও ইহার মৌলিক উদ্দেশ্য এক। এই আইনে একজন লেখক কিংবা রচয়িতা কোন সাহিত্য, নাটক, সংগীত কিংবা শিল্পকর্মের জন্য মৃত্যুর পর ৫০ বৎসর পর্যন্ত কপিরাইট পাইয়া থাকেন। কিন্তু চলচ্চিত্র, রেকর্ড এবং ফটোগ্রাফার ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম আছে। এই ক্ষেত্রে কপিরাইট প্রকাশনার পরবর্তী কেলেণ্ডার বৎসর হইতে ৫০ বৎসর পর্যন্ত থাকে। সরকারী কর্ম কিংবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার ক্ষেত্রেও কপিরাইট প্রকাশনার পরবর্তী কেলেণ্ডার বৎসর হইতে ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকে। একই কর্মের জন্য একের অধিক রচয়িতা থাকিলে সর্বশেষ রচয়িতার মৃত্যুর পর ৫০ বৎসর পর্যন্ত গণনা করা হয়।

আবার কোন অপ্রকাশিত কর্মের রচয়িতার পরিচয় পাওয়ার পরও যদি রচয়িতার মৃত্যুর পর ৫০ বৎসরের মধ্যে উক্ত কর্ম প্রকাশিত না হয়, তবে তাহা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী কেলেণ্ডার বৎসর হইতে ৫০ বৎসর পর জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। আর যদি রচয়িতার পরিচয় পাওয়া না যায় তবে উক্ত কর্মের সৃষ্টির বৎসরের পরবর্তী বৎসর হইতে ৫০ বৎসর পর জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, বেনামে বা ছদ্মনামে প্রকাশিত কোন কর্মের ক্ষেত্রেও কপিরাইট প্রকাশনার পরবর্তী বৎসর হইতে ৫০ বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকে। কিন্তু রচয়িতার পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাহা রচয়িতার মৃত্যুর পর ৫০ বৎসর পর্যন্ত থাকিবে।

সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রত্যেক দেশে লেখক, শিল্পী, কিংবা বিভিন্ন কর্মের রচয়িতার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই কারণে প্রত্যেক দেশে, বিশেষ করিয়া উন্নত দেশে, কপিরাইট আইন জাতীয় আইনে পরিণতকরতঃ ইহার শ্রেণী বিন্যাস করা হইয়াছে। বর্তমান বিশ্বে কপিরাইট আইনের প্রয়োগ উন্নত দেশেরই বেশী এবং উন্নত দেশের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন সংগঠন বিশ্বে রহিয়াছে। ইহার মধ্যে "ইউনেস্কো" পরিচালিত, ইউ, সি, সি, (U.C.C.) ও বার্ন কনভেনশনের অধীন "উইপো" (WIPO) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া, দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে কোন কোন দেশের মধ্যে কপিরাইট সম্বন্ধে চুক্তি রহিয়াছে।

আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইন বিভিন্ন চুক্তি বা কনভেনশনের স্বাক্ষরকারী এক দেশের প্রতি অন্য দেশের উপযুক্ত সম্মানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ঐ জাতীয় আন্তর্জাতিক চুক্তির পূর্বে বিশ্বে আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইন ছিল না। তখন কোন দেশের লেখকের বা রচয়িতার বই অন্যদেশে প্রটেকশন (Protection) পাইত না। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ দেশেই কপিরাইট আইন জাতীয় আইনের একটি অংশ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। আর তাই কোন দেশের রচয়িতার অধিকার অন্যদেশেও সম্মানের সহিত রক্ষা করা হইতেছে।

বাংলাদেশ কপিরাইট আইনের কিছু কিছু সংশোধন করা হইয়াছে। বাংলাদেশে ১৯৬২ সালের কপিরাইট অর্ডিন্যান্সের সংশোধন ১৯৭৪ সালে করা হইয়াছে। এই সংশোধিত অর্ডিন্যান্সের বলে একটি কপিরাইট অফিস (যাহা একজন রেজিষ্ট্রারের দ্বারা পরিচালিত) গঠিত হইয়াছে।

উক্ত অর্ডিন্যান্স-এর আওতায় ৪ ধরনের 'ওয়ার্কস' বা কর্মের রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া হয়। যথা, সাহিত্য কর্ম; শিল্প কর্ম; চলচ্চিত্র কর্ম এবং ব্রডকাষ্টিং কর্ম।

কপিরাইট আইনে রেজিষ্ট্রেশন ঐচ্ছিক। তবে আইনের সাহায্য পাইতে হইলে তাহা অবশ্যই রেজিষ্ট্রেশন করাইয়া নিতে হয়। রেজিষ্ট্রেশনের জন্য যে সব নিয়মকানুন উল্লেখযোগ্য তাহা হইল নির্ধারিত ফরম পূরণ ও নির্ধারিত 'ফি' সহকারে তাহা কপিরাইট অফিসে দাখিল করা। কপিরাইট অফিস পরে তাহা যথারীতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া ইহার মালিককে রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু করিয়া থাকে।

কপিরাইট অর্ডিন্যান্স ধারা অনুযায়ী একজন কপিরাইট-এর মালিক লংঘনকারীর বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা রুজু করিতে পারে। সে অবস্থায় ইহার মালিক ইনজাংশন বা ক্ষতিপূরণের বা হিসাবের মামলা করিতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি স্বজ্ঞানে কপিরাইট লংঘন করে অথবা কাহাকেও উহা লংঘন করিতে প্ররোচনা করে, তখন তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে দুই বছরের কারাদণ্ড অথবা ৫,০০০/- টাকা জরিমানা অথবা উভয়ই হইতে পারে। তবে ইহার কিছু কিছু ব্যতিক্রম রহিয়াছে।

কপিরাইট অর্ডিন্যান্স কপিরাইট বোর্ড গঠনের বিধি আছে। উক্ত বোর্ড সমাজের নেতৃস্থানীয় লেখক ও আইনবিদদের মধ্যে হইতে সদস্য নিয়া গঠিত হয়। প্রতি ৩ (তিন) বৎসরের জন্য বোর্ড গঠন করা হয়। সরকার বোর্ডের কার্যকারিতার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারেন। বোর্ডের একজন চেয়ারম্যান থাকেন এবং তাহারই নির্দেশ মোতাবেক বোর্ডের কার্যাবলী নির্ধারিত হয়। যখনই কপিরাইট সম্বন্ধে কোন বিরোধ দেখা দেয় এবং কপিরাইট অফিসে ইহার সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করা হয়। তখনই বোর্ডের মিটিং আহ্বান করা হয়। বোর্ড আইনের বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী তাহাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করিয়া সমস্যা সমাধা করিয়া থাকেন।

বোর্ডের আহ্বায়ক থাকেন কপিরাইট রেজিষ্ট্রার নিজেই। আইনের চোখে বোর্ড একটি সিভিল কোর্ট হিসাবে কাজ করে। যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রেজিষ্ট্রারের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করিতে চান, তখন বোর্ড আইন অনুযায়ী তাহা শুনেন এবং রায় প্রদান করেন। তাহাছাড়া, বিদেশী বইয়ের অনুবাদ পুনঃ প্রকাশ এর ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট পার্টির বা পার্টি সমূহের ইচ্ছানুযায়ী বোর্ড তাহা শুনিয়া থাকেন এবং রায় প্রদান করেন।

বাংলাদেশ বর্তমানে ইউ,সি,সি-এর সদস্য দেশ। সদস্য হিসাবে বাংলাদেশ যাবতীয় নিয়মকানুন মানিয়া চলিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিতে সচেষ্ট। উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাবতীয় সুযোগ সুবিধাও বাংলাদেশে ইউ, সি, সি (Universal Copyright Convention) এর সদস্য হিসাবে পাইয়া আসিতেছে।